ঢাবির শামসুন্নাহার হলে তুলকালাম

হাউজ টিউটর ও ছাত্রদল নেত্রীরা প্রভোস্টের কক্ষে তালা ঝুলিয়েছে, ভেঙেছে সাধারণ ছাত্রীরা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের প্রভোস্ট ড. সুলতানা সফির পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে হলের সাধারণ ছাত্রী এবং হলের হাউজ টিউটর ও ছাত্রদল নেত্রীদের মধ্যে তুলকালাম কাণ্ড ঘটেছে। একদিকে প্রভোস্টের পদত্যাগ দাবি করে হাউজ টিউটর ও ছাত্রদল নেত্রীরা গতকাল প্রভোস্টের কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে হলের ছাত্রীরা প্রভোস্টকে বহাল রাখার দাবি জানিয়ে হাউজ টিউটরদের পদত্যাগ দাবি করে তাদের লাগিয়ে দেওয়া তালা ভেঙে ফেলেছে। পরে সাধারণ ছাত্রীরা হলের হাউজ টিউটর এবং ছাত্রদল নেত্রীদের ধাওয়া দিয়ে হল থেকে বের করে দেয়। এ নিয়ে হলে ছাত্রীদের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা বিরাজ করছে।

হল সূত্রে জানা যায়, গতকাল সকাল ১১টার দিকে ছাত্রদল নেত্রী লুচি, শান্তা, মেরিনাসহ ৭/৮ জন প্রভোস্টের রুমে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে তার পদত্যাগের দাবি জানায়। এ সময় তাদের সঙ্গে হলের ৪/৫ জন হাউজ টিউটরও উপস্থিত ছিলেন। এ খবর ছাত্রীরা জানতে পেয়ে হলের গেটে জমায়েত হয়। তারা ছাত্রদল নেত্রীদের লাগানো তালা ভাঙে এবং অফিসের ১টি দরজাও ভাঙচুর করে। বিক্ষোভরত ছাত্রীরা বর্তমান প্রভোস্ট ড. সুলতানা সফির পক্ষে স্লোগান দিতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা ছাত্রদল নেত্রী ও হাউজ টিউটরদের ভেতর থেকে বের করে দেয়। হাউজ টিউটর ও ছাত্রদল নেত্রীরা উপাচার্যের কার্যালয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সাধারণ ছাত্রীরা পরে হাউজ টিউটরদের পদত্যাগ, প্রভোস্টকে বহাল রাখা এবং ছাত্রদল নেত্রীদের হলে না থাকার দাবি জানিয়ে উপাচার্য বরাবর ৪১১ জন ছাত্রীর স্বাক্ষরসহ একটি স্মারকলিপি পেশ করে। উপাচার্য কার্যালয়ের সামনে ছাত্রীরা তাদের এ সকল দাবিতে প্রায় ২ ঘণ্টা অবস্থান করে। পরে উপাচার্য ছাত্রীদের সঙ্গে দেখা করে আশ্বস্ত করলে তারা হলে ফিরে যায়।

হলের হাউজ টিউটরদের অভিযোগ হচ্ছে, হলের বর্তমান প্রভোস্ট ড. সুলতানা সফি গত ৬ বছরে কোনও কাজকর্মে তাদের সঙ্গে কথা বলেননি। তিনি হলের তহবিল তসরুপ করে নিজে অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। এছাড়া ছাত্রীদের তিনি বেশি প্রশ্রয় দিয়েছেন বলে ছাত্রীরা হাউজ টিউটরদের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করার সাহস পেয়েছে। তারা বলেন, আমরা গত ১৪ জুলাই থেকে প্রভোস্টের পদত্যাগের দাবি জানিয়ে কর্মবিরতি পালন করছি। হাউজ টিউটর সাঈদা গাফফার খালেক প্রভোস্টের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ এনে বলেন, গত ৮ জুন ড. সুলতানা সফি আমেরিকায় যাওয়ার আগে

আমাকে হলের দায়িত্ব দিলেও তিনি প্রভোস্ট কার্যালয়ের চাবি সঙ্গে নিয়ে যান। এমনকি ফেরার পর দায়িত্ব না বুঝে নিয়েই তিনি তার কাজ শুরু করেন।

অন্যদিকে হলের প্রভোস্ট ড. সুলতানা সফি এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, গত ৬ বছর ধরে আমি দায়িত্ব পালন করে আসছি। অর্থ আত্মসাৎ বা তহিবল তসরুপ করার কোনও প্রশ্নই আসে না। সব হিসাব-নিকাশ অফিসিয়ালি আছে। তিনি এ ঘটনার জন্য ছাত্রদলের লুচি, শান্তা, মেরিনাকে দায়ী করে বলেন, কর্তৃপক্ষের সরাসরি মদদে হাউজ টিউটদের সহায়তায় বারবার এরা আমার কাঝে বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা করছে। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তার প্রভোস্ট পদের মেয়াদ রয়েছে বলে তিনি জানান। ছাত্রদলের বহিরাগতরা তার কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, হলে প্রবেশের অধিকার তাদের নেই।

ছাত্রদল নেত্রী লুচি, মেরিনা, শান্তা তালা ঝুলানোর ঘটনা অস্বীকার করে বলেন, সোনিয়া, মমতাজসহ ৪/৫ জন সাধারণ ছাত্রী তালা লাগিয়ে আমাদের ওপর দোষ চাপাচ্ছে।

এদিকে সাধারণ ছাত্রীরা যে ৫ জন হাউজ টিউটরের পদত্যাগ দাবি করেছেন তারা হলেন মিসেস দিল আফরোজ, মিসেস সৈয়দা মমতাজ শিরিন, মিসেস সাঈদা গাফফার খালেক, মিসেস ফরিদা বেগম, মিসেস ডলি আক্তার প্রমুখ। উল্লেখ্য, হলের বর্তমান প্রভোস্ট ড. সুলতানা সফি আওয়ামী লীগ সমর্থিত নীল দলের একজন প্রথম সারির শিক্ষক নেত্রী। হলের ছাত্রদল নেত্রীরা এবং সাদা দলের হাউজ টিউটররা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীকে দীর্ঘদিন যাবত সুলতানা ষফিকে অপসারণের জন্য চাপ দিয়ে আসছিল।